তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৪১

**বঙ্গবন্ধুর ডাক পাকিস্তানের অস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিলো**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন তা পাকিস্তানের অস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিলো।

 আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট আয়োজিত মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'স্থানীয় সরকারে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা এবং করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'‌। 'তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো', 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'। আর তখন পাকিস্তানের মতো বাঙালির হাতে কামান, বন্দুক, গোলা-বারুদ কোনো অস্ত্রই ছিল না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আহ্বান বাঙালির নিকট তাদের সেই অস্ত্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিল।

 তিনি জানান, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদেরকে নিয়ে একসময় হাসি ঠাট্টা, তিরস্কার করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের সার্টিফিকেট লুকিয়ে রাখতো। কোথাও মুক্তিযুদ্ধ করার কথা বলতে পারতো না। অত্যাচার নির্যাতনের কারণে আত্মগোপন করেছিলেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা নিজেদেরকে গর্ব করে রাজাকার বলে পরিচয় দিতো।

 এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, যারা বাংলাদেশকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, স্বাধীনতার প্রতি যাদের ন্যূনতম বিশ্বাস আছে। তাহলে বঙ্গবন্ধুকে, মুক্তিযুদ্ধকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বীকার করতেই হবে।

 কারণ এদেশের স্বাধীনতা ৩০ লক্ষ শহিদ এবং দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এত বড় রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে আর একটিও স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুধু শক্তিশালী করলেই হবে না। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয়। আর সবাইকে ভাল রাখতে হলে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এটাই ছিল বঙ্গবন্ধুর দর্শন। এ দর্শন বাস্তবায়িত হলে দেশ উন্নয়নের শেখরে পৌঁছাবে।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনআইএলজির মহাপরিচালক সালেহ মোহাম্মদ মোজাফফর।

 সেমিনারে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিগণ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৪০

**তরুণদের সৃজনশীল কাজ বিকশিত করতে ইয়ুথ বাংলা কালচারাল**

**ফাউন্ডেশন একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে**

 **-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, তরুণদের সৃজনশীল কাজ বিকশিত করতে ইয়ুথ বাংলা কালচারাল ফাউন্ডেশন একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। উপযুক্ত মাধ্যম পেলে আমাদের তরুণদের দ্যুতি দ্রুত প্রজ্বলিত হবে। ওরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে যে কোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্টস ফেড়ারেশনে এম্ব্রেলার সহযোগিতায় ‘যুব উদ্যোক্তা উৎসব’ এ পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 নসরুল হামিদ বলেন, মুজিববর্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মননশীল কাজে তরুণদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু নিয়েও তরুণদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। ২০৪১ সালে যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে তার কাণ্ডারিও হবে আজকের এই তরুণরা। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পরিচালনার জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ়তা প্রয়োজন তা অর্জনে তরুণদের সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে।

 উল্লেখ্য যে, ইয়ুথ বাংলা কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১৯-২১ মার্চ ২০২১ তিন দিনব্যাপী ঢাকায় বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্টস ফেড়ারেশনে এম্ব্রেলার সহযোগিতায় ‘যুব উদ্যোক্তা উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিঠাইওয়ালা, কাদম্বরী, মুসকান বুটিক, ব্রাইডাল, মম জামদানি হাউস, মুনস বুটিক, এমব্রেলাসহ ৭৯টি যুব উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আজ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পরে ইয়ুথ বাংলা আইপি টিভির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

 ইয়ুথ বাংলা কালচারাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোঃ মোজাহের উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শিমুল মোস্তফা ও সামিয়া আফরিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে ইয়ুথ বাংলা কালচারাল ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সীমা হামিদ, নাট্যব্যক্তিত্ব দিলারা জামান, নাট্যব্যক্তিত্ব আল মামুন, কন্ঠ শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩৯

**সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ রুখতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য**

 **-- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি সুখী, সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সে লক্ষ্য অর্জনে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। যে কারণে সম্প্রতি বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কিন্তু হেফাজতে ইসলামসহ একটি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠী এ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে চেষ্টা করছে। এ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ রুখতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরস্থ বিজয় রাকিন সিটিতে মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সমিতি' আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ বলেন, বর্তমান সরকার জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে তাঁদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই প্রথম মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদান শুরু করা হয়, যা বর্তমানে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। সে ধরনেরই একটি পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়ন 'বিজয় রাকিন সিটি', যা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের যুগোপযোগী, আধুনিক ও মানসম্পন্ন আবাসন নিশ্চিতে ভূমিকা রাখবে।

 মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এ. টি. আহমেদুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক প্রেস সচিব ও সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার এ কে এম শামীম চৌধুরী এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবার কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোর্শেদুল আলম।

 প্রতিমন্ত্রী এর আগে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'অমর একুশে বইমেলা ২০২১' এর গ্রন্থ উন্মোচন মঞ্চে কবি ইসলাম সাইফুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নোনা জলে ধুয়ে দেখি অন্য ছবি গোপনে গোপনে' এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

ফয়সল/রোকসানা/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩৮

**ডাকঘরের ডিজিটাল রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে**

 **-- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, প্রচলিত ডাক সেবাকে ডিজিটাল ডাক সেবায় রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডাকঘরের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করতে ডাকসেবায় নিয়োজিত প্রতিটি স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ন্যূনতম ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। ডাকসেবার প্রতি হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে ডিজিটালাইজেশনের পাশাপাশি ডাকঘরকে মানুষের আস্থার জায়গায় উপনীত করার কোনো বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল ডাকঘর কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ডাকভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়ন আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগা মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত রচনা থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপরিচালনার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

 মন্ত্রী গত ১২ বছরে দেশের অগ্রগতির চিত্র বর্ণনা করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তিনি দেশের উন্নয়ন সূচক তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরে বলেন, করোনাকালে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা একজন প্রথম শ্রেণি পড়ুয়া গ্রামের শিশুটি পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছে। ডিজিটাল সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে অচল জীবনযাত্রা সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুটিকে যেমন ডিজিটাল শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে, বিচারক বাড়িতে বসে ডিজিটাল কোর্ট চালু রেখেছেন, সরকার পরিচালনায় আমরা ঘরে বসে কাজ করছি। এই রূপান্তর ভবিষ্যৎকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে করোনা পরবর্তী পৃথিবী করোনা পূর্ববর্তী যুগে ফেরত যাওয়ার সুযোগ নেই। এটাই ভবিষ্যৎ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী ডাকঘরের বিদ্যমান সেবায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ডাকঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অদক্ষতা ও অনিয়ম বরদাশত করা হবে না। যে কোনো অবহেলার আইনানুগ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

 বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ মোসলেম হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক হারুনুর রশিদ, বাংলাদেশ পোস্ট অফিস কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারি খলিলুর রহমান ভূঞা বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/রোকসানা/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩৭

**মুক্তিযুদ্ধের মিত্রবাহিনীর ৩০ সদস্যকে সংবর্ধনা**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মিত্রবাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের সংবর্ধনা দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। রাজধানীর এক হোটেলে আজ রাতে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ সদস্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, সংসদ সদস্য উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনসহ ভারতীয় হাইকমিশন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 মিত্রবাহিনীর সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতের সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল নারায়ণ শংকর নায়ারের নেতৃত্বে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে এসেছেন।

 বিদেশি বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, প্রায় এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারত সহায়তা না করলে এত অল্প সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারত না। স্বাধীনতার কয়েক মাস পরই ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধুত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভারত।

 মন্ত্রী আরো বলেন, একাত্তরের বন্ধুদের বাংলাদেশ যথাযথ সম্মান করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ভারতীয় সেনাদের স্মরণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রক্তের বিনিময়ে ভারত ও বাংলাদেশের যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে তা দিনে দিনে দৃঢ় হয়েছে ।

#

মারুফ/রোকসানা/নাইচ/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫৩৬

**ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে আন্তঃদেশীয় ‘মিতালী এক্সপ্রেস’ ট্রেনের উদ্বোধন ঘোষণা**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে উভয় দেশের মধ্যে একটি নতুন আন্তঃদেশীয় ট্রেন ‘মিতালী এক্সপ্রেস’ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। ঢাকা থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে চলাচল করবে এটি।

 বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এটি উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

 ঢাকা থেকে নিউ জলপাইগুড়ির দূরত্ব ৫৯৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ থেকে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এটি ছেড়ে যাবে এবং ভারতের নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে রবিবার ও বুধবার। ট্রেনটি ভারতের নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছাবে রাত সাড়ে দশটায়। একইভাবে ঢাকা থেকে ছাড়বে রাত ৯টা ৫০ মিনিটে, ভারতে পৌঁছাবে সকাল ৭টা ৫ মিনিটে। ট্রেনটি দিনের বেলা ৪৫৬ আসন বিশিষ্ট এবং রাতে ৪০৮ আসন বিশিষ্ট অবস্থায় চলাচল করবে।

 ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে এসি চেয়ার ২ হাজার ৭০৫ টাকা, এসি সিট ৩ হাজার ৮০৫ টাকা এবং এসি বার্থ ৪ হাজার ৯০৫ টাকা যার প্রতিটিতে ৫০০ টাকা ট্রাভেল ট্যাক্স নির্ধারিত। চিলাহাটি স্টেশন থেকেও যাত্রী ওঠানামা করতে পারবেন। এখানে চিলাহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে ভাড়া ১ হাজার ২৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হলে ট্রেন চলাচল শুরু করবে। আজ শুধু উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে রাখলেন।

 ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে এ উপলক্ষে ‘মিতালী এক্সপ্রেস’ ট্রেনটি সাজানো হয়। এ সময় ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ডি এন মজুমদার, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩৫

**বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের শাসক বানিয়েছেন**

 **-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের মানুষ করে গেছেন। বাঙালিরা যা বলে তা করে, তা তিনি প্রমাণ করে গেছেন। বাঙালিরা শত শত বছর ধরে ছিল শাসিত। বাঙালিরা কোনো দিন শাসন করতে পারেনি, সেই বাঙালিদেরকে বঙ্গবন্ধু শাসক বানিয়ে গিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদেরকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

 মন্ত্রী আজ জেলা প্রশাসন, লালমনিরহাট-এর আয়োজনে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, যারা স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি, স্বাধীনতার চেতনাকে বুকে ধারণ করেনি, লালন করেনি তারা ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট কাপুরুষের মতো অতর্কিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে স্ব-পরিবারে হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে স্বাধীনতার চেতনা ভুলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করে তারা সফল হয়নি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল এ দেশকে তারা কিছুই দেয়নি। তারা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মিথ্যাচারের মাধ্যমে মানুষকে বিপথগামী করতে চেয়েছিল, তাদের সে আশা কখনো পূরণ হয়নি।

 মন্ত্রী বলেন, যারা আমাদের স্বাধীনতার ইতহাসকে নিয়ে মিথ্যাচার করে জনগণকে ভুল বুঝিয়েছে, আজকে তারা ধর্মের নামে রাজনীতি করে মানুষকে মিথ্যাচারের মাধ্যমে বিপথগামী করতে চায়। মিথ্যাচার না করে স্বাধীনতার সত্য ইতিহাসকে মানুষের মাঝে তুলে ধরে বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় আসীন করতে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

 লালমনিরহাট জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লালমনিরহাট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এডভোকেট মতিউর রহমান, পুলিশ সুপার আবিদা সুলতানা ও লালমনিরহাট পৌরসভার মেয়র রেজাউল করিম স্বপন প্রমুখ।

 পরে মন্ত্রী ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

#

জাকির/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩৪

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৫ হাজার ৩৬৮ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট ৬৫ হাজার ৩৬৮ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩৫ হাজার ৩৪২ জন এবং মহিলা ৩০ হাজার ২৬ জন।

 এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৫২ লাখ ৪ হাজার ৮২৪ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩২ লাখ ৪৪ হাজার ৩৯৯ জন এবং মহিলা ১৯ লাখ ৬০ হাজার ৪২৫ জন।

 উল্লেখ্য, ২৭ মার্চ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৬৬ লাখ ৩২ হাজার ৬৮ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৩৩

**বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রা শুরু করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজ তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

 আজ বরিশাল জেলা স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে উন্নয়ন মেলার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

 বরিশালের জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ, বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোঃ শাহাবুদ্দিন খান।

 প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের গর্ব করা উচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো একজন নেত্রী পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখাচ্ছেন। দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে '৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধিশালী দেশে উন্নীত হতে পারবে।

 আলোচনা সভার পূর্বে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন অতিথিরা। এর আগে তারা বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। আলোচনাসভা শেষে উন্নয়ন মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন প্রতিমন্ত্রী।

#

আসিফ/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫৩২

**স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনো ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে**

 **---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনো এ দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

 আজ ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষক লীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত আলোচনা সভা এবং দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি, তারা দেশের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত। তারা বিভিন্নভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, যাতে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া যায়। তারা দেশ ও জনগণের কল্যাণ চায় না। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

 ফরহাদ হোসেন বলেন, সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে। জাতির পিতার আদর্শে কাজ করে যেতে পারলে দেশকে দ্রুত উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব। তাই জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতৃত্ব তৈরির জন্য কাজ করতে হবে।

 এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বিনামূল্যে সার বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

 বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ মাকসুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ্র ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫৩১

**কোনো অপশক্তিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না**

 **---খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 যারা উন্নয়নের সমালোচনা করে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করার কাজে লিপ্ত। কোনো অপশক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সব অপশক্তিকে দমন করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেন, কালোকে কালো ও সাদাকে সাদা বলতে হবে। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেওয়া হবে না।

 আজ নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলা চত্বরে উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকার বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ‘বাংলাদেশ এক অনন্য অর্জন: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ’ প্রতিপাদ্যের আলোকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পোরশাতে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

 মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় থাকলে ভবিষ্যতে দেশের আরো উন্নয়ন হবে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সব ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে, যা অতীতের কোনো সরকার করতে পারেনি।

 পোরশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল হামিদ রেজার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শাহ্ মঞ্জুর মোরশেদ চৌধুরী, কৃষি কর্মকর্তা মাহফুজ আলমসহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আনন্দ শোভাযাত্রা উপজেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিশুপার্ক চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

#

সুমন/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                       নম্বর : ১৫৩০

**বঙ্গবন্ধুর জ্ন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে**

**অংশ নিয়ে অতিথিরা বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

সেতাবগঞ্জ (দিনাজপুর), ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানগণ স্বশরীরে এসে বাংলাদেশকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানগণ বাংলাদেশকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। এই অগ্রযাত্রার উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ কর্মসূচি’র' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

 খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অর্থনীতির যে ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন, সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে গেছেন। একই ধারায় বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

 উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ছন্দা পালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বোচাগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ জাফরুল্লাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র আব্দুস সবুর প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                       নম্বর : ১৫২৯

বিশৃঙ্খলাকারীদের হুঁশিয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর

**সরকারের নমনীয়তাকে দুর্বলতা ভাববেন না**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশের সাথে একাত্মতা জানাতে আসা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করা হবে' বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে সত্যম রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু ফর ইউ' (Bangabandhu For You) গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সমসাময়িক প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'আপনারা দেখেছেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দিন ২৬শে মার্চ যেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল, সেদিন তারা স্বাধীনতা দিবস পালন না করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগমনকে কেন্দ্র করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে, বিশৃঙ্খলা করেছে।'

 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমনের সাথে রেলস্টেশন, ভূমি অফিস জ্বালিয়ে দেয়ার কি সম্পর্ক, থানায় কেনো আক্রমণ করা হলো' প্রশ্ন রেখে মন্ত্রী বলেন, 'এরা দুষ্কৃতকারী। এরা আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শান্তি, স্থিতি, সম্প্রীতির শত্রু। আমরা যদি এদের খবরাখবর নিই, দেখা যাবে এদের অনেকেরই বাপ-দাদারা রাজাকার ছিল। যারা আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বড় গলায় কথা বলে, তাদের বাপ-দাদাদের ভূমিকার খবর নিন, দেখা যাবে তারা অনেকেই একাত্তরে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, আমাদের দেশে নারী নির্যাতন, গণহত্যার সাথে যুক্ত ছিল।'

 দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'সরকারের নমনীয়তাকে কেউ দুর্বলতা ভাববেন না। এধরনের অপচেষ্টা সরকার কঠোর হস্তে দমন করতে বদ্ধপরিকর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গরম বক্তৃতা দিয়ে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন, সেটি আর বরদাশত করা হবে না। এবং যারা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন না করে এধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন, তাদের মূলোৎপাটন করতে সরকার বদ্ধপরিকর।'

 মন্ত্রী বলেন, 'যে ভারত ১৯৭১ সনে আমাদের এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, যে ভারতের মানুষ আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাদের রক্তও ঝরিয়েছে, যে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিশ্ব জনমত গড়তে সমগ্র পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন, সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি এসেছেন। কোনো দলের নেতা হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বা তিনি কোনো দলের নেতা হিসেবেও আসেননি। অথচ, এই নিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে।'

 অতীতের দিকে নির্দেশ করে মন্ত্রী বলেন, 'আজকে যারা এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, সেই একই গোষ্ঠী ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের সাথে ছিল বিএনপি। সেই বিশৃঙ্খলা আমরা মোকাবিলা করেছি, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাবেন না।'

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমরা জানি আপনারা কারা, আপনারা বায়তুল মোকাররমে আগুন দিয়েছিলেন, পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়েছিলেন, গাছপালা কেটেছিলেন, নিরীহ গরুর ওপর, মুরগীবাহী গাড়ির ওপর বোমা ছুঁড়েছিলেন, পশুপাখিও আপনাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আবার এটি করার চেষ্টা করলে আমরা কঠোর হস্তে দমন করতে বদ্ধপরিকর।'

 চলমান পাতা-২

পাতা-২

 অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠন 'ফ্রেন্ডস অভ্ বাংলাদেশ' এর প্রধান সমন্বয়ক এ এস এম শামছুল আরেফিনের সভাপতিত্বে সংগঠনের সদস্য পংকজ দেবনাথ, সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ড. রাধা তমাল গোস্বামী, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, গ্রন্থটির সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরী, প্রকাশক দীপ প্রকাশনের শংকর মন্ডল, কলামিস্ট সুভাষ সিংহ রায় প্রমুখ গ্রন্থটির নানাদিক তুলে ধরেন।

 ইংরেজি ভাষায় প্রণীত ৬১৬ পৃষ্ঠার ১২ অধ্যায়ের 'বঙ্গবন্ধু ফর ইউ' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচা এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা ভূমিকা সন্নিবেশিত রয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বইটির সম্পাদক, প্রকাশক ও অনুষ্ঠান আয়োজকদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং বঙ্গবন্ধুকে জানার ক্ষেত্রে সহায়ক এই বইটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

#

আকরাম/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫২৮

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 ‌        স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ হাজার ৬৬৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৬৭৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৯১ হাজার ৮০৬ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৬৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৩৩ হাজার ৯২২ জন।

#

দলিল/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৭

**ঢাকা জিপিও’তে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত ডাকটিকেট প্রদর্শনী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেট প্রদর্শনী আজ ঢাকা জিপিওতে শুরু হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ফিলাটেলিক সংগঠনসমূহ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বছরব্যাপী পর্যায়ক্রমে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ ডাকঘরে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জানান।

 মন্ত্রী আজ ভার্চুয়ালি ঢাকা জিপিওতে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: আফজাল হোসেন, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: সিরাজ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ফিলাটেলিক সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেটসমূহকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্পদ উল্লেখ করে বলেন, ডাকটিকেটকে বাণিজ্যিক উপাদান হিসেবে দেখি না। ডাকটিকেট ইতিহাসের সাক্ষী। এটি ব্যক্তি দেশ, জাতি, যুগ ও সভ্যতার প্রকাশ ঘটায়। আমাদের ডাকটিকেট বিশ্বের ৩৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জীবন জীবীকার ইতিহাস ঐতিহ্য প্রকাশ করছে।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, আগামী দিনের সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাদের হৃদয়ে ধারণ করাতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেট থেকে বাঙালির মহামানব সম্পর্কে সহজে জানতে পারবে। এই তাগিদ থেকেই মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত ডাকটিকেট প্রকাশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনেক অজানা অধ্যায় ধারণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, মুজিবনগর সরকার প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব প্রকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। একাত্তরের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকার এবং যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্স থেকে প্রকাশিত ভারতীয় নাগরিক বিমান মল্লিকের ডিজাইন করা ৮টি স্মারক ডাকটিকেট বিশ্বে আমাদের জাতিসত্তা, রাষ্ট্র ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

Handout Number : 1526

**US Senate Foreign Relations Committee Chairman Issues**

**Congratulatory Statement on Golden Jubilee**

**Washington DC, 27 March:**

 US Senator Bob Menendez, Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, issued a congratulatory statement marking the 50th anniversary of Bangladesh’s independence. He extended best wishes to the people of Bangladesh. Senator Menendez said, the members of Congress have a proud history of support for Bangladesh’s freedom. “Senator Ted Kennedy’s 1971 visit drew international attention to the repression the people of Bangladesh faced, and Kennedy became a champion for the importance of Bangladesh’s independence,” the Chairman of the Foreign Relations Committee said in the statement.

 “I look forward to strengthening the U.S.-Bangladesh relationship on the basis of those values to address major issues including climate change, human rights, and humanitarian challenges,” Menendez said.

 Senator Menendez expressed gratefulness for the contributions made by Bangladeshi-Americans to the United States.

#

Shah Alom/ Parikshit/ Zulfikar/ Kamal/Rezzakul/Asma/2021/1330 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৫

**জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত**

নিউইয়র্ক, ২৭ মার্চ :

 বিগত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে এবং উন্নয়নের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য মিশনের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ।

 জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজের ভিডিও বার্তাও পরিবেশন করা হয়।

 স্বাগত ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, জাতির পিতার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, তাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বহু কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, এই ভাষণই পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির গতিপথ নির্ধারণ করেছিল। ভাষণটিতে জাতিসংঘকে মানুষের ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্খা, নির্ভরতা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল।

 গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে তা প্রদত্ত ভিডিও বার্তায় উল্লেখ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজ। বিশেষ করে সামাজিক উন্নয়ন, দূর্যোগ প্রস্তুতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন মহাসচিব। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অমূল্য অবদানের কথা তুলে ধরেন গুতেরেজ। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় প্রদান এবং ক্লাইমেট ভারণারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন জাতিসংঘ মহাসচিব। তিনি বলেন, ‘আমরা জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সবসময়ই বাংলাদেশের পাশে আছি’।

 ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত মরক্কো, আয়ারল্যান্ড, বারবাডোস, ব্রুনেই দারুসসালাম, ওমান, সিয়েরা লিওন, জাপান, ভারত ও সৌদি আরবের স্থায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক এবং ইউএনডিপির প্রশাসক।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৪

**মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেচ্ছা বার্তা**

**ওয়াশিংটন ডিসিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদযাপন**

ওয়াশিংটন ডিসি, ২৭ মার্চ :

 যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম প্রধান অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মণ্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মুখ্য উপসহকারী সচিব আরভিন মাসিংগাকে সংগে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর রাষ্ট্রদূত এবং প্রধান অতিথি দূতাবাসে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রর জাতীয় সংগীত বাজানোর পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বার্তা প্রদর্শিত হয়।

 রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি মিয়ানমারের নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা প্রকাশ করেন। তিনি সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হওয়ার আগে প্রলম্বিত রোহিঙ্গা সঙ্কটের একটি স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান।

 মুখ্য উপসহকারী সচিব আরভিন ম্যাসিঙ্গা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশকে দেখছে। তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ একটি শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশের এই নেতৃত্ব একটি সফল জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ–২৬) অনুষ্ঠানে অবদান রাখবে ।

 রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর দূতাবাস পরিবারের সদস্যদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

 বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ৫০তম জাতীয় দিবসে শুভেচছা জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রেস বিবৃতি প্রদান করেছে। বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন বলেন ‘একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য আমরা একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা অনস্বীকার্য।’

 এর আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় বাইডেন বলেন যে দশ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় প্রদান করে বাংলাদেশ বিশ্বে মানবতা ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি আরো বলেন যে সংকটটির স্থায়ী সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে থাকবে।

 #

শাহ আলম/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২৩

**ইসলামাবাদে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস পালিত**

ইসলামাবাদ, ২৭ মার্চ :

 পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসব ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও ইসলামাবাদে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

 হাইকমিশনার সকলকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ৩০ লক্ষ শহীদ বাঙালির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তাটি সম্প্রচার করা হয়।

 আলোচনা পর্বে বক্তাগণ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বাঙালি জাতির স্বাধীকার আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান তুলে ধরেন।

 হাইকমিশনার গত এক যুগে বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ সবগুলো সূচকে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি বলেন, তৈরি পোষাক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করা হয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দার, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সবই এখন দৃশমান। তিনি আরও বলেন পৃথক যমুনা রেলসেতুর জন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

 তিনি বাংলাদেশ অর্থনেতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস অতিমারির বিস্তাররোধের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখার মাধ্যমে করোনা অতিমারির মধ্যেও বাংলাদেশ ৫ শতাংশের অধিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এ সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে। বাংলাদেশ সময়ের আগেই সহস্রাদ্ধ লক্ষমাত্রা ও ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়ন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অপ্রতিরোধ্য বাঙালি জাতি এ সকল লক্ষ্য অর্জনেও সফল হবে।

 সবশেষে তিনি সকল ভেদাভেদ ভুলে যার যার অবস্থানে থেকে একযোগে কাজ করে একটি সমৃদ্ধ ও জ্ঞাননির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মানের আহ্বান জানান।

 আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

জামিল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২২

**বাংলাদেশ মাহেন্দ্রক্ষণ অতিক্রম করছে**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে এক মাহেন্দ্রক্ষণ অতিক্রম করছে বাংলাদেশ। সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের সময়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ব নেতাদের মূল্যায়ন বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিফলন। জাতি হিসেবে এই প্রাপ্তি বিস্ময়কর বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 মন্ত্রী গতকাল বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মো: মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভারতের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা এবং অধ্যাপক
ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ও অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক শোয়াইব জিবরান।

 বঙ্গবন্ধু একটি মানবিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সারাজীবন আন্দোলন করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ঠিক এটিই উল্লেখ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, চেগুয়েভার, মাওসেতুং, হুচিমিন, লেলিন কিংবা কার্লমাক্সকে জীবনে অধ্যয়ন করেছি। এসব অধ্যয়নের ফলাফল মূল্যায়ন করে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি বঙ্গবন্ধু ছিলেন অদ্বিতীয়।

 তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কবর রচনা করতে চেয়েছিল স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যে ২৯ বছর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এদেশের ক্ষমতায় থেকে দেশের অগ্রগতি কেবল ব্যাহতই করেনি দেশকে পাকিস্তান বানানোর পায়তারা করে। পঁচাত্তর পরবর্তী দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা দাঁড় করান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে। এসময় দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াস চালান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। গত ১২ বছরে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শেখ হাসিনার আজ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে অগ্রগতির রোল মডেল। মন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করার আহ্বান জানান।

 অনুষ্ঠানে বক্তারা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলার সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্দ্য উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল বাংলার নয় বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বে ৩৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অহংকার।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২১

**ইতালিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন**

ইতালি (রোম), ২৭ মার্চ :

 ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে গতকাল মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ ও প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়। রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি, কূটনৈতিক কোরের সদস্য এবং প্রবাসী বাংলাদেশি নেতৃবৃন্দের অনলাইন উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসে সম্প্রতি স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এর উদ্বোধন করেন।

 ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন ইতালিতে নিযুক্ত হলি সি এর অ্যাপোস্টলিক নুনসিও ও কূটনীতিক কোরের ডিন মনসাইনিয়র এমিল পল সেরিং, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত এনরিকো নুনজাতা, রোমে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের স্থায়ী প্রতিনিধি থানাওয়াত তিয়েনসিন, রোমে ভারতীয় দূতাবাসের মিশন উপপ্রধান নীহারিকা সিং এবং ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া অধিদপ্তরের প্রধান কাউন্সেলর জিয়ানপাওলো নেরি।

 আলোচকগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং বিগত ৫০ বছরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়াও তাঁরা বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর আলোকপাত করেন এবং দূতাবাসে স্থাপিত ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও অসাধারণ জীবন সম্পর্কে দর্শনার্থীরা ও নতুন প্রজন্ম জানার সুযোগ পাবেন বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছে লা সাপিয়াঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগও।

 উল্লেখ্য, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ইতালির রাষ্ট্রপতি ও সার্বিয়ার রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে এবং মন্টেনিগ্রোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছেন। রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালকও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছেন।

 রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, সকল শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। একই সাথে তিনি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করেছিলেন কিন্তু অল্প সময়ে তিনি এ কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বৈশ্বিক পরিমন্ডলে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে মর্মে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ মুজিববর্ষে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হওয়ার চুড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জনের পথে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৩২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫২০

**৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‌্যালি উদ্বোধন**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৫০টি জাতীয় পতাকা সংবলিত র‌্যালি দেশের ৬৪টি জেলা প্রদক্ষিণ করবে। এ ৫০টি পতাকা ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা বহন করবেন।

 গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ র‌্যালির উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

 পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। ৬৪ জেলা প্রদক্ষিণ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সুবর্ণজয়ন্তী র‌্যালি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করবে।

 সুবর্ণজয়ন্তী র‌্যালি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গমন, অবস্থান ও প্রস্থানের একটি রুট ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই রুট ম্যাপ অনুযায়ী সুবর্ণজয়ন্তী র‌্যালি জেলায় অবস্থানকালে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিটি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুবর্ণজয়ন্তী মেলা, মুক্তির উৎসব ইত্যাদি বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হবে। ‍

 উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এসময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

 এসময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব তপন কান্তি ঘোষ, ঢাকা জেলা প্রশাসক মোঃ শহীদুল ইসলাম, ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মারুফ হোসেন সরদারসহ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৯

**লিসবনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত**

লিসবন, ২৭ মার্চ :

 পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গতকাল ভার্চুয়ালি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

 পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা করেন।

 অতিথিদের মধ্যে পর্তুগিজ পার্লামেন্টের সদস্য পাওলো নেভেস এবং লিসবনের বাংলাদেশি অধ্যূসিত পৌর এলাকা সান্তা মারিয়া মাইওর-এর কাউন্সিল সভাপতি মিগুয়েল কোয়েলহো এ অনলাইন উদ্‌যাপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৮

**জাতির পিতার সাহসী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই এনে দিয়েছে স্বাধীনতা**

 **- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এনে দিয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন বাঙালির নেতা। বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলা থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি আজীবন দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন শোষণমুক্ত বাংলাদেশ।

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনাই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইয়াহিয়া এবং বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান মোঃ এহছানে এলাহী। গতকাল শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়।

শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু’র কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব দরবারে প্রমাণ করেছেন, করোনা মহামারির মধ্যেও একটি দেশের কিভাবে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হয়। দেশ পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে বিশ্বের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বই সেরা নেতৃত্ব। আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার দেখানো উন্নয়নের রাজনীতিকে ধরে রাখতে হবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিকে পুঁজি করে একটি সিন্ডিকেট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে, কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে, এদের ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। দেশে শক্তিশালী সিন্ডিকেট রয়েছে, ভাঙতে না পারলে, দেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আজ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সকল সূচকে আমরা এগিয়ে। দেশে ভারি শিল্পকারখানা স্থাপিত হচ্ছে, শিল্পপার্ক হচ্ছে, অর্থনৈতিক জোন তৈরি হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করছে। এছাড়া, বিটাক ও এনপিও সরকারি-বেসরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কারিগরি সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৪১ সালে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে শিল্প মন্ত্রণালয়কে আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে হবে।

এর আগে মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু’র প্রতিকৃতিতে ও লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কামাল/আসমা/২০২১/১৩০০ ঘণ্টা